ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কত দাম উঠল দীপিকার মাতৃত্বকালীন সেই পোশাকের?

পৃঃ ৫

রেকর্ডের পিছনে দৌড়াই না, রেকর্ডই আমার পিছনে দৌড়ায় : রোনালদো

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৪৯ ● কলকাতা ● ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০২ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার চার কেন্দ্রে

কয়েকশো ওয়েব কাস্টিং ক্যামেরা কাজ করছে না দাবী শুভেন্দু অধিকারী

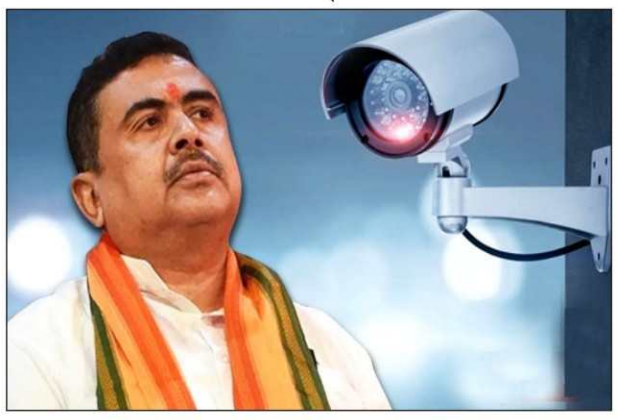

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সপ্তম দফার নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছিলেন, নির্বাচন কমিশন বলেছে বুথে ওয়েবকাস্টিং বন্ধ থাকলে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখবে নির্বাচন কমিশন। যা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। যদিও পরে নির্বাচন কমিশন জানায় ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা বন্ধ থাকলেও ভোটগ্রহণ বন্ধ হবে না।এব্যাপারে তিনি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব ছাড়াও, বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক অলোক সিনহা এবং বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল কুমার শর্মারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়, সপ্তম দফায় সব বুথে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি আরও জানানো হয়, বুথের মধ্যে ওয়েবকাস্টিংয়ের ক্যামে চালুর দায়িত্ব প্রিসাইডিং অফিসারের। কোন ক্যামের না চললে তাঁকেই দায়িত্ব নিয়ে সেক্টর অফিসারকে জানাতে হবে।

শনিবার সপ্তম দফার ভোটের দিন ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ওয়েবকাস্টিং চালুর কথাও জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্ত এদিন বেলা বাড়তেই বিভিন্ন জায়গায় ওয়েবকাস্টিং বন্ধের অভিযোগ আসতে থাকে। এব্যাপারে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সরব হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার চার কেন্দ্রে কয়েকশো ওয়েব কাস্টিং

এরপর ৩ পাতায়

পুলিশকে রীতিমতো শাসানি

দিতে দেখা গেল রেখা পাত্রকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবার একেবারে অন্য মূর্তি বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থীর। পুলিশকে রীতিমতো শাসানি দিতে দেখা গেল রেখা পাত্রকে। রেখা এক আধিকারিককে বলেন, 'একটা কারও গায়ে যদি আচড় পড়ে, এই বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটটা পাবেন তো? পাবেন তো? শুনুন পাবলিকের মার দুনিয়ার বার। মুখ্যমন্ত্রী কিছুই করতে পারবে না।এরপরই বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র জানিয়ে ছিলেন, "বুথে যাব, কীভাবে ভোট হচ্ছে সেটা দেখব। এখানে ভোট লুঠ হচ্ছে, সকলের আধার কার্ড দেখতে হবে। কেউ ভোট দেননি কেউ। সব ছাপ্পা হয়েছে।" এদিকে এরপরই রাজবাড়ি আগরহাটি এলাকায় সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। মূলত মহিলাদের অভিযোগ, স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজি ঘটে। তা নিয়ে পুলিশ মারধর করে পাল্টা মহিলাদের। সেখানেই বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র যান।

এদিকে তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পরও অশান্তি থামেনি। বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করা হয়। চুঁচুড়া কাছারিপাড়া গ্রামের মহিলারা এখানে গাছের ডাল, বিদ্যুতের খুঁটি অবরুদ্ধ করে দেন। অভিযোগ, "আমাদের ছেলেদের তুলে নিয়ে গিয়েছে। মেয়েদের গায়ে হাত দেবে কেন পুলিশ?"শেখ শাহজাহানকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াতে পারবেন না।"

ওই আধিকারিক বলেন, "ম্যাডাম আমরা অবরোধ তুলতে যাচ্ছি।" পাল্টা রেখা পাত্র বলেন, "তাই নাকি? বাবা! তৃণমূলকে দিয়ে ভোট লুঠ করানোর জন্য তো আপনাদের এত কারসাজি। কারসাজি করে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কত দিয়েছে আপনাদের?"

শনিবারই ভোটের লড়াই শেষ। তবে শেষ দফার ভোট ঘিরে বারবার উত্তপ্ত সন্দেশখালি। রাজবাড়ি আগরহাটি এলাকায় তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ ঘিরে এদিন সকাল থেকে তপ্ত হয় এলাকা। বিষ্ণুপ্রিয়া পোদ্দার বাড়িতে বোমাবাজি হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় উত্তম পাত্র নামে একজনকে আটক করা হয়। এরপরই সুন্দরীখালি এলাকা বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। দীর্ঘ সময় বিক্ষোভ চলে। পুলিশ এলে শুরু হয় পাথর বৃষ্টি।

লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফা

ভোট চলাকালীনই নিজস্ব 'এক্সিট পোল' ঘোষণা করে দিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফা ভোট চলাকালীনই নিজস্ব 'এক্সিট পোল' ঘোষণা করে দিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। পিকে আরও একবার দাবি করলেন, ২০১৯ সালে বিজেপি যে আসন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, চব্বিশেও সেই আসন কমার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। উনিশের মতো এবারেও অন্তত ৩০৩ আসন পাবে গেরুয়া শিবির।ভোটপর্ব চলাকালীন তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, পিকে কেন হঠাৎ ভোট চলাকালীন সওয়াল করলেন বিজেপির পক্ষে? তাহলে কি জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন ভোটকুশলী? পিকে বুঝিয়ে দিলেন, স্রেফ হাওয়া তোলার জন্য নয়, তিনি আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেটাতেই এখনও অনড়।এক সাক্ষাৎকারে প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, "আমার হিসাব অনুযায়ী বিজেপি আগের বারের সমান আসন পেয়েই ক্ষমতায় ফিরছে। হয়তো সামান্য বেশি কিছু আসন পেতে পারে। পশ্চিম বা উত্তর ভারতে বিজেপির আসন সংখ্যায় খুব বেশি হেরফের হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতে এবার গেরুয়া শিবির বাড়তি সমর্থন পাচ্ছে।" পিকের দাবি, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্র, কেরল এবং তামিলনাড়ুতে বিজেপি নিজেদের উপস্থিতি এবার প্রবলভাবে জানান দিচ্ছে।

দিন কয়েক আগেই প্রশান্ত কিশোর বলেছিলেন, এক দশকে প্রথমবার বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে 'ব্যান্ড মোদি'।

এরপর ৩ পাতায়

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে

ভোট দিতে গিয়ে এক ভোটার ভোট দিতে পারলেন না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি লোকসভার মধ্যে যাদবপুর সকাল থেকে ছিল ভোটমুখী ছিল ভোটারদের যাত্রা । ভোট শুরু হওয়ার আগে থেকেই অনেকে লাইন দিতে শুরু করেছিল ভোটের লাইনে। ঠিক তেমনি সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভায় রাজপুরের সঞ্জয় হালদার, ভোটের লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারলেন না। তার কাছে ভোটার কার্ড টাকার সত্বেও ভোটে অংশগ্রহণ করার নাম বাতিল হয়েছে কিভাবে সেটাও সঞ্জয়বাবুর জানা নেই। তবে তিনি অভিযোগ করেন এলাকার একশ্রেণীর নেতারা কার সাদি করে তার নামটা ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কারন জানতে চাইলে তিনি বলে ফেলেন তার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আছে এক শাসকদলের নেতার। তার স্ত্রী সেই ছেলেটির সঙ্গে পুনরায় বিবাহ করেছে, আর একে হয়রানি করানোর জন্য সমস্ত ডকুমেন্টস নাম ওরি দেওয়ার চেষ্টা। সঞ্জয় বাবু সঙ্গে নিয়ে গেছিলেন ভোটার কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট তবুও ভোট দিতে পারলেন না। কারণ ভোটের ওয়েবসাইটে তার নামের কোন নথিভুক্ত পাচ্ছিল না বলে জানা গেছে সূত্র মারফতে। প্রশ্ন উঠছে তাহলে আগামীতে কি সঞ্জয়বাবু আর ভোটার অধিকার করতে পারবে না। নেতাদের সত্যিই ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাতিল করা যায় উঠছে প্রশ্ন। তবে কিসের কারণে ভোট দিতে পারলেন না সে প্রশ্নের জবাব কিন্তু নির্বাচনের কোন আধিকারিতে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

রবিবারই তিহাড় জেলে ফিরতে হবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মিলল না স্বস্তি। রবিবারই তিহাড় জেলে ফিরতে হবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। শনিবারই শেষ হচ্ছে কেজরির জামিনের মেয়াদ। ২ জুন আত্মসমর্পণ করার কথা ছিল আপ সুপ্রিমোর। কিন্তু শুক্রবারই তিনি দাবি করেছিলেন, চিকিৎসকরা বলছেন তাঁর শরীরে গুরুতর অসুস্থতার চিহ্ন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদনও করেছিলেন তিনি।এই পরিস্থিতিতে শনিবার কেজরির বাড়ির উদ্দেশে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে যাত্রা করেন গোয়েল। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। সমস্ত মেডিক্যাল টেস্ট দুঘণ্টাতেই হয়ে যাবে।" তবে পুলিশ শেষপর্যন্ত অ্যাম্বুল্যান্সটি থামিয়ে দেয়। ফলে গোয়েলের আর কেজরির বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। এর পর প্রাক্তন ওই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, কেজরির উচিত 'নাটক' থামিয়ে সমস্ত শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া, যদি সত্যিই চিকিৎসকরা এমন পরামর্শ দিয়ে থাকেন।কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের পর শনিবার নিম্ন আদালতেও খারিজ হয়ে গেল তাঁর আর্জি। অর্থাৎ আগামিকালই তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

গত ২৬ মে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরি । আরও ৭ দিনের জন্য তাঁর অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর দাবি করেছিলেন তিনি। কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন, বেশ কিছু মেডিক্যাল পরীক্ষা হবে তাঁর। জেলে ৭ কেজি ওজন কমেছে জানিয়ে কেজরিওয়াল দাবি করেন, তিনি গুরুতর অসুখে ভুগছেন। সুপ্রিম কোর্টের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় এই আবেদনের শুনানিই হবে না। তবে সুপ্রিম রেজিস্ট্রারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, জামিনের জন্য নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন করতে পারবেন আপ সুপ্রিমো। সেই মতোই রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে আবেদন করেন কেজরি। সেখানেও খারিজ হয়ে গেল আর্জি।এদিকে কেজরির শারীরিক অসুস্থতা সংক্রান্ত দাবি শুনে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা বিজয় গোয়েল কেজরিওয়ালকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে অ্যাম্বুল্যান্স পাঠিয়ে দেন শনিবার। বলাই বাহুল্য, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে 'খোঁচা' দিতে তাঁর এই পদক্ষেপ। পরে গোয়েল দাবিও করেন, মানুষের সহানুভূতি আদায় করতে 'নাটক' করছেন কেজরি। প্রসঙ্গত, কেজরি ও তাঁর মন্ত্রী অতিশীর দাবি, কিটোন লেভেল বেড়েছে আপ সুপ্রিমোর। তাঁর সম্ভবত কিডনির অসুখ হয়েছে অথবা ক্যানসারও হতে পারে।

জওয়ান কীভাবে সাংবাদিকদের গায়ে হাত তোলে,

সেই প্রশ্নটা থেকেই গেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষ দফা ভোটে অশান্তির খবর উঠে এল দমদম লোকসভা কেন্দ্র থেকেও। বনহুগলিতে খবর সম্প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত টিভি ৯ বাংলা। বিজেপি এজেন্টকে বসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। তেড়ে গিয়ে বাহিনীর জওয়ান মারলেন টিভি ৯ বাংলার প্রতিনিধিকে। ভেঙে দেওয়া হল টিভি ৯ বাংলার বুম। আজ বিধান উপনির্বাচন রয়েছে বরানগরে।বস্তুত, নির্বাচন কভার করার জন্য প্রতি সাংবাদিক সচিত্র পরিচয় পত্র পেয়ে থাকেন। নির্বাচন কমিশন থেকেই সেই পরিচয় পত্র দেওয়া হয়। সেখানে নিয়ম বিধি লেখা থাকে। যে জায়গায় টিভি ৯ বাংলার সাংবাদিক আক্রান্ত হয়েছেন সেটি বুথের বাইরের ঘটনা। সেখানে সাংবাদিকরা দাঁড়িয়ে খবর করতেই পারেন। কিন্তু একজন জওয়ান কীভাবে সাংবাদিকদের গায়ে সেই প্রশ্নটা থেকেই গেল।সেখানে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের নির্বাচনী এজেন্ট বনহুগলি হাইস্কুলে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল বিজেপি-র এজেন্ট বুথে বসাতে পারছেন না। সেই খবর করতে গিয়েছিল টিভি ৯ বাংলা।

হঠাৎ করেই বেশ কয়েকজন লোক সেখানে এসে টিভি ৯ বাংলার প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করেন যে কেন তাঁরা এখানে এসেছেন? পাশাপাশি কৌস্তভ বাগচীর সঙ্গেও কথা বলেন। আচমকাই কেন্দ্রীয় বাহিনী মারমুখী হয়ে ওঠে। লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এলেন এক জওয়ান। ক্যামেরা দেখে ছোড়া হয় লাঠি। তবে চিত্র সাংবাদিক বিনোদ সিং কোনও ভাবে ক্যামেরা বাঁচাতে সক্ষম হন। এরপর সাংবাদিক সুশোভন ভট্টাচার্যর বুম কেড়ে নেওয়া হয়। পালাতে গেলে তাঁর হাতে ও কানে লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। এমনকী হেলমেট দিয়েও মারধর করা হয়েছে।

ইন্ডিয়া'র বৈঠকের পরে বুথফেরত

সমীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত বদলাল কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়া'র বৈঠকের পরে বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত বদলাল কংগ্রেস। শনিবার বিকেলে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গের দিল্লির বাড়িতে বিজেপি বিরোধী জোটের নেতাদের ঘরোয়া বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, শনিবার লোকসভা ভোটপর্ব শেষে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বুথফেরত সমীক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নেবেন 'ইন্ডিয়া'র সহযোগী দলগুলির প্রতিনিধিরা। প্রসঙ্গত, শুক্রবার পবনই জানিয়েছিলেন, কোনও টিভি চ্যানেলে বুথফেরত সমীক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ নেবেন না তাঁদের দলের প্রতিনিধিরা। এক্স হ্যান্ডল পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, "বুথফেরত সমীক্ষায় অংশ না নেওয়ার কারণ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য ভোটদাতারা তাঁদের ভোট দিয়েছেন এবং তাঁদের রায় নিশ্চিত হয়েছে। গণনার ফল প্রকাশিত হবে ৪ জুন। তার আগে, আমরা টিভি চ্যানেলের টিআরপির জন্য জল্পনা-কল্পনা এবং দ্বৈরথে লিপ্ত হওয়ার কোনও কারণ দেখছি না। তাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে কোনও বিতর্কে অংশ নেবে না।"

কিন্তু খড়্গের বাড়িতে বৈঠক শেষের পরেই সুর বদলে তাঁর এক্স পোস্ট "বুথফেরত সমীক্ষায় অংশ নেওয়ার পক্ষে এবং বিপক্ষে কারণগুলি বিবেচনা করার পরে, সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সমস্ত 'ইন্ডিয়া'র দল আজ (শনিবার) সন্ধ্যায় টেলিভিশনে এগ্‌জিট পোল বিতর্কে অংশ নেবে।" রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সাত দফার লোকসভা ভোটপর্বের আগে বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় এনডিএর জয়ের হ্যাটট্রিকের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষাতেও তেমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হতে পারে, সেই আশঙ্কায় বিতর্ক এড়াতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

কিন্তু শনিবারের বৈঠকে অধিকাংশ সহযোগী দল সেই প্রস্তাব মানতে চায়নি। সাম্প্রতিক কালে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি দেশের বেশ কিছু টিভি চ্যানেলের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ ও জনমত প্রকাশের অভিযোগ তুলেছে। এমনকি, সঞ্চালকদের একাংশের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র তরফে। গত বছর সেপ্টেম্বরে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের ১৪ জন টেলিভিশন সঞ্চালককে 'বয়কট' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল 'ইন্ডিয়া'। সে সময় খেড়া বলেছিলেন, 'প্রতি সন্ধ্যায় ওই সঞ্চালকেরা ঘৃণার দোকান খুলে বসেন।'কংগ্রেস নেতা তথা এআইসিসির মিডিয়া সংক্রান্ত শাখার ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারী পবন খেড়া এ কথা জানিয়েছেন।

খড়্গের বাড়িতে শনিবারের বৈঠকে কংগ্রেসের সনিয়া গান্ধী, রাহুল, প্রিয়ঙ্কার পাশাপাশি এনসিপি (শরদ) সভাপতি শরদ পওয়ার, আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রধান

এরপর ৩ পাতায়

কুলতলিতে ইভিএম পুকুরে ফেলে দেওয়ার ঘটনায়

পদক্ষেপ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা কুলতলিতে ইভিএম পুকুরে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় পদক্ষেপ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে সেক্টর অফিসার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে ইভিএম ফেলে দেওয়ার জন্য ৬টি বুথে প্রভাব পড়েছিল বলে জানায় কমিশন। তবে রিজার্ভে থাকা ইভিএম দ্রুত সেই বুথগুলিতে পাঠানো হয় এবং বর্তমানে সেখানে নির্বিঘ্নে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে দাবি করে কমিশন। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে যান কমিশনের আধিকারিকরা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করে কমিশন। পুলিশেও দায়ের হয়েছে অভিযোগ। পুলিশও এই নিয়ে তদন্তে নেমেছে। সকাল ৭টা থেকে ভোট শুরু হওয়ার কথা থাকলেও মেরিগঞ্জ ২ নম্বর অঞ্চলের ৪০ ও ৪১ নম্বর বুথে ভোটগ্রহণ ব্যাহত হয়। পরে বিকল্প ইভিএম এনে সেখানে শুরু হয় ভোটগ্রহণ। উল্লেখ্য, এর আগে পঞ্চায়েত ভোটে এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে রাজ্যের বহু জায়গায়। সেখানে ব্যালট বাক্স জলে ফেলা হয়েছিল। এই নিয়ে বিজেপি প্রার্থী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, '৪০ ও ৪১ নম্বর বুথে এজেন্টদের বসতে না দেওয়ার গ্রামের মহিলারা জমায়েত করেন। তাঁদের দাবি এজেন্টদের বসতে দিতে হবে। কিন্তু শাসকদল বাধা দেয়। এজেন্টদের বসতে দিতে চাইছে না। সেই জন্য সমস্ত মহিলারা একজোট হয়ে ইভিএম জলে ফেলে দেন।'উল্লেখ্য, আজ সকালে ভোট দিতে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুলতলিতে। পাশাপাশি সেখানে বিজেপির বুথ এজেন্টকেও তুমুল মারধর করা হয় বলে অভিযোহ ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। রেগে গিয়ে ভোটকেন্দ্র থেকে ইভিএম নিয়ে পুকুরেই ফেলে দেন গ্রামবাসীরা। কুলতলির মেরিগঞ্জ ২ নম্বর অঞ্চলের ৪০ ও ৪১ নম্বর বুথে এই ঘটনা ঘটে। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তবে মাঝপথেই পুলিশকে আটকানো হয়। রাস্তার মাঝে গাছের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে পুলিশের গাড়ি আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি প্রার্থী অশোক কাণ্ডারীর অভিযোগ, বিরোধী এজেন্টদের বসতে দিচ্ছিল না তৃণমূল। এদিকে

১-ম পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফা ভোট চলাকালীনই নিজস্ব 'এক্সিট পোল' ঘোষণা করে দিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর

স্রেফ প্রধানমন্ত্রীর মুখ দেখে আর ভোট দিচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। বরং সরকারের বিরুদ্ধে চরম অসন্তোষ রয়েছে। যদিও একই সঙ্গে তিনি বলছেন, এত কিছুর পরও ২০২৪-এ মোদির ক্ষমতায় ফেরা নিয়ে সংশয় নেই। ৪০০ আসনের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলেও শ'তিনেক আসন বিজেপি ঠিকই পাবে।

১-ম পাতার পর

দক্ষিণ ২৪ পরগনার চার কেন্দ্রে কয়েকশো ওয়েব কাস্টিং ক্যামেরা কাজ করছে না দাবী শুভেন্দু অধিকারী

ক্যামেরা কাজ করছে না।শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেন, ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে ১৪১, মথুরাপুর কেন্দ্রে ১৩১, জয়নগর কেন্দ্রে ৯০ এবং যাদবপুর কেন্দ্রে ৬০ টি ক্যামেরা কাজ করছে না। এব্যাপারে তিনি নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী আধিকারিককে ট্যাগ করে অভিযোগ করেন। তিনি দাবি করেন, ক্যামেরাগুলি কাজ করছে কিনা, তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং নির্বাচন বন্ধ রাখতে হবে।

২ পাতার পর

ইন্ডিয়া'র বৈঠকের পরে বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে সিদ্ধান্ত বদলাল কংগ্রেস

অরবিন্দ কেজরীওয়াল ও পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, আরজেডির তেজস্বী যাদব, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ফারুক আবদুল্লা, সিপিএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআই সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, জেএমএম নেত্রী কল্পনা সোরেনের মতো জোটের প্রথম সারির নেতানেত্রীরা হাজির ছিলেন। ডিএমকের তরফে ছিলেন টিআর বালু। কিন্তু তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি বৈঠকে যাননি।কংগ্রেসের একটি সূত্র জানাচ্ছে, লোকসভা ভোটে আসন জয়ের বিষয়ে কোন দলের কাছে কী 'তথ্য' রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে শনিবারের বৈঠকে। সেই সঙ্গে আলোচ্য বিষয় ছিল ৪ জুনের ভোটগণনার দিনের প্রস্তুতি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খড়্গে বলেন, "জোটের সব নেতার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে তথ্য পেয়েছি, তা থেকে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি 'ইন্ডিয়া' কম করে ২৯৫টি আসনে জিতবে। এর চেয়ে কম হবে না, বরং বেশিই হবে।" ভোটগণনা নিয়ে কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিতে রবিবার 'ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের দফতরে যাবেন বলেও জানান তিনি।

সন্ধে গড়াতেই আগাম সমীক্ষার রিপোর্ট আসতে শুরু করেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাত দফায় লোকসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে শনিবার। সন্ধে গড়াতেই আগাম সমীক্ষার রিপোর্ট আসতে শুরু করেছে। ৪ জুন ভোটের ফলাফল প্রকাশের আগে এই এক্সিট পোলের দিকে নজর সবমহলের। কী বলছে বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষা? বাংলায় কি বিজেপির উত্থান ঘটছে?ইন্ডিয়া নিউজ-ডি ডায়নামিক্সের হিসেব বলছে-

২০১৯ এর তুলনায় বাংলার ফলাফলে তেমন হেরফের হবে না। বিজেপি আসন সংখয়া বাড়িতে ২১-এ পৌঁছবে, তৃণমূল পেতে পারে ১৯ টি আসন। মোটের উপর বেশিরভাগ সমীক্ষা অনুযায়ী, বঙ্গে পদ্মঝড়ের সম্ভাবনা। আর ২০১৯ সালের তুলনায় রাজধানীর রাজনৈতিক লড়াই ধাক্কা খাবে শাসকদল তৃণমূল। শূন্যের খরা কাটিয়ে বাম-কংগ্রেসের সামান্য উত্থান হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। তবে এই সমীক্ষার সত্যতা বোঝা যাবে ৪ জুন, ভোটগণনা ও ফলপ্রকাশের পর।উনিশের তুলনায় বাড়বে গেরুয়া শিবিরের আসন সংখ্যা? নাকি শাসকশিবিরে অক্সিজেন বাড়বে? আসন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করে দিল্লিতে আরও শক্তি প্রদর্শনের জায়গা পৌঁছবে তৃণমূল? এসব উত্তরের আভাস খানিকটা হলেও মিলছে শনিবার সন্ধেয়।

বাংলার ৪২ আসনের মধ্যে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল জিতেছিল ২২ আসনে, বিজেপির দখলে এসেছিল ১৮ টি। বাকি দুটি আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। পরে অবশ্য দলবদলের জেরে তৃণমূল ও বিজেপির আসন সংখ্যায় সামান্য রদবদল হয়। ২০২৪ লোকসভা ভোটে এই অঙ্ক কীভাবে বদলাবে? সমীক্ষা বলছে, ভোটপরীক্ষায় তৃণমূলের ফলাফলের অবনমন ঘটবে। তুলনায় ভালো ফল করবে বিজেপি। তাদের আসন সংখ্যা বাড়বে অনেকটাই। রিপাবলিক-মেটরিজের সমীক্ষা বলছে-

বাংলায় বিজেপি পেতে চলেছে ২১ থেকে ২৫টি আসন, তৃণমূলের ঝুলিতে আসতে পারে ১৬ থেকে ২০টি। বাম-কংগ্রেস জোট জিততে পারে একটি আসনে।

এবিপি-C ভোটারের হিসেবনিকেশ অনুযায়ী-

তৃণমূল জিততে পারে ১৩ থেকে ১৭টি আসনে, বিজেপি পেতে চলেছে ২৩ থেকে ২৭। বাম-কংগ্রেসের দখলে আসতে পারে ১ থেকে ৩টি আসন।

জন কি বাত সংস্থার সমীক্ষা রিপোর্ট-

বিজেপির ২১ থেকে ২৬ আসনে জয়ী হতে পারে, তৃণমূলের দখলে আসতে চলেছে ১৬ থেকে ১৮ টি আসন।

ফল ঘোষণার বাকি আরও ৩ দিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফল ঘোষণার বাকি আরও ৩ দিন। তবে ততদিনের অপেক্ষা নয়। এক্সিট পোলের ফলাফল প্রকাশ্যে আসতেই নিজেকে কার্যত জয়ী ঘোষণা করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী দাবি করলেন, সুবিধাবাদী ইন্ডিয়া জোট মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি। ওরা শুধুই মোদিকে গালিগালাজ করতে জানে।বুথ ফেরত সমীক্ষায় জয়ের ইঙ্গিত মিটতেই এক্স হ্যান্ডেলে বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সুবিধাবাদী ইন্ডিয়া জোট ভোটারদের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি। ওরা সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিবাজ, জাতপাতের রাজনীতি করে। এই জোটটা তৈরি হয়েছিল, কয়েকজন পরিবারতান্ত্রিক দলকে বাঁচাতে। ওরা দেশের উন্নয়নের কোনও দিশা দেখাতে পারেনি।" মোদির তোপ, "ইন্ডিয়া জোট শুধু মোদিকে গালিগালাজ করতেই জানে।"

বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, "আমি দেশজুড়ে এনডিএ কর্মী-সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাব। এই গরমে যেভাবে আমাদের উন্নয়নের মডেল দেশজুড়ে পৌঁছে দিয়েছেন, সেটা অভাবনীয়। আমাদের কর্মীরাই সেরা।"জন কী বাত'-এর বুথফেরত সমীক্ষাতেও এনডিএ'র সরকার গঠনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, এনডিএ পেতে পারে ৩৬২ থেকে ৩৯২ আসন। আর ইন্ডিয়া জোট পেতে পারে ১৪১ থেকে ১৬১টি আসন।

হিন্দি দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক ভাস্কর' -এর বুথ ফেরত সমীক্ষাতেও এনডিএ'র ক্ষমতায় ফেরার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ওই সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, ২৮১ থেকে ৩৫০টি আসন পেতে চলেছে এনডিএ। অন্যদিকে ইন্ডিয়া জোট পেতে পারে ১৪৫ থেকে ২০১টি আসন এবং অন্যান্যরা পেতে পারে ৩৩ থেকে ৪৯টি আসন।

হিন্দি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম 'নিউজ নেশন'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, এনডিএ পেতে পারে ৩৪২টি থেকে ৩৭৮টি আসন। বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' পেতে পারে ১৫৩ থেকে ১৬৯টি আসন। আর অন্যান্যরা পেতে পারে ২১ থেকে ২৩ টি আসন।ওই চার সমীক্ষাতেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বার এনডিএ সরকারের ক্ষমতায় ফেরার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। চার সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, এনডিএ কম পক্ষে ৩৫৩টি আসনে জিতবে। সর্বোচ্চ পেতে পারে ৩৯২ আসন। উল্টোদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়া' জোট সর্বোচ্চ পেতে পারে ১৬১টি আসন। আর সর্বনিম্ন আসন হতে পারে ১২৫। অন্যান্যরা পেতে পারে গড়ে ৩৬টি আসন।

রিপাবলিক টিভি-পি মার্কের বুথফেরত সমীক্ষায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এনডিএ'র ক্ষমতায় ফেরার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ৩৫৯ আসন যাবে এনডিএ'র ঝুলিতে। পক্ষান্তরে মাত্র ১৫৪ আসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে 'ইন্ডিয়া' জোটকে। ৩০টি আসন পেতে পারে অন্যান্যরা। তবে রিপাবলিক ভারত ও মেট্রিজের সমীক্ষা অনুযায়ী, এনডিএ জোট পেতে পারে ৩৫৩ থেকে ৩৬৮ আসন। উল্টোদিকে 'ইন্ডিয়া' জোটের ঝুলিতে যেতে ১১৮ থেকে ১৩৩ আসন। অন্যান্যরা পেতে পারে ৪৩ থেকে ৪৮ আসন।

বিজেপি নেতা কার্তিকেয় শর্মার মালিকানাধীন ইন্ডিয়া নিউজ ও ডি ডায়নামাইজের বুথ ফেরত সমীক্ষাতেও এনডিএ'কে এগিয়ে রাখা হয়েছে। ওই সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, 'বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ পেতে চলেছে ৩৭১টি আসন। ইন্ডিয়া জোটের দখলে যাবে ১২৫টি আসন। অন্যান্যরা পেতে পারে ৪৭টি আসন।'

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন ভারতের ট্রেন চালানোর বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমান সময়ে দেশের রেলপথকে আরও উন্নত এবং গতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে একের পর এক বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ঠিক এই আবহেই এবার একটি বড় আপডেট সামনে এসেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, এবার ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ট্রেন বাড়ানোর পরিকল্পনা চলছে।পাশাপাশি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভারতকে রেলপথ ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করার প্রস্তাবও দিয়েছে। এদিকে, বাংলাদেশের রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন যে, এই বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রকের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রক এবং দপ্তর নিজেদের মতামত জানিয়েছে। বিষয়টি পরিপ্রেক্ষিতে ফের একটি সভা সম্পন্ন হবে। তারপরে সবার মতামত গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে ভারতকে এই সম্পর্কে অবহিত করা হবে। এছাড়াও, যেহেতু বাংলাদেশ ভুটান পর্যন্ত ট্রেন পাঠাতে চাইছে সেই কারণে তারা ভারতীয় রেললাইন ব্যবহার করতে চাইবে বলেও জানা গিয়েছে।শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে আগরতলা থেকে কলকাতা পর্যন্ত ট্রেন চালানোর চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব জমা পড়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছে।

এমতাবস্থায়, এই সংক্রান্ত রুটের বিষয়টিও সামনে এসেছে। মূলত, ভারতের রেল বোর্ডের তরফে নদীয়া জেলার গেদে থেকে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার ডালগাঁও স্টেশন পর্যন্ত ট্রেন চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আর এই রুটের জন্যই ভারত বাংলাদেশের রেলপথ ব্যবহার করতে চাইছে। ইতিমধ্যেই ভারতীয় রেল বোর্ডের এই প্রস্তাব ভারতীয় হাই কমিশনের তরফে বাংলাদেশ রেলওয়ের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, গেদে থেকে দর্শনা হয়ে ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর-পার্বতীপুর হয়ে চিলাহাটি পর্যন্ত গিয়ে ভারতীয় ট্রেনটি ফের ভারতে প্রবেশ করবে।

এদিকে, বাংলাদেশের রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার সরদার সাহাদাত আলী এই প্রস্তাব পাওয়ার কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, "আমরা কেবলমাত্র দু'টি দেশের মধ্যে রেলপথ সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছি না। বরং, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পাশাপাশি নেপাল-ভুটানকেও আমরা যুক্ত করতে চাইছি।" এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, এই প্রস্তাব দেওয়ার আগে ভারতের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্তবর্তী ট্রেনের ইন্টারচেঞ্জ জায়গা পরিদর্শন করেছে। তার ওপর ভর করেই দর্শনা এবং চিলহাটি দিয়ে গেদে থেকে ডালগাঁও পর্যন্ত ট্রেন চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই রেললাইন ব্যবহার করতে পারলে ভারতের কমপক্ষে ১০০ কিলোমিটার পথ কমবে। যেটি নিঃসন্দেহে একটি বড় সুবিধা এনে দেবে।

তবে, এই বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হলেও সামগ্রিকভাবে এখনও কিছু ধোঁয়াশা থেকে গিয়েছে। মূলত, প্রাথমিকভাবে ওই রুটে পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হলেও সেটি যাত্রীবাহী না পণ্যবাহী হবে সেই বিষয়ে প্রস্তাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে, এটা বলা হয়েছে যে ওই রুটকে ভারত ব্যবহার করবে "ট্রানজিট করিডোর" হিসেবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিষয়টি পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ তারিখে একটি আন্ত-মন্ত্রণালয় সভা হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন ভারতের ট্রেন চালানোর বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এবার রেখা পাত্র নিজের ইচ্ছাতেই ভোট দেবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম নিজের ইচ্ছায় ভোট দেবেন। এত দিন কখনও ভোট দিতে পারেননি নিজের পছন্দের প্রার্থীকে। রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এবার রেখা পাত্র নিজের ইচ্ছাতেই ভোট দেবেন। জানালেন বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী।

এদিন সকালে বসিরহাটের বিজেপি পার্টি অফিস থেকে বেরোন তিনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। বেরমজুর এলাকায় রাত থেকেই বিজেপির কর্মী - সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠছে। মারধর করা হয়েছে মহিলাদের। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ভোটের দিন সকালেও উত্তপ্ত সন্দেশখালি। সরবেরিয়া এলাকায় তৃণমূল কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে।

তৃণমূল কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, অন্য এক তৃণমূল কর্মীকেও ফেলে মারা হয়েছে। এমনই অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।এদিন সকালে বসিরহাটের বিজেপি পার্টি অফিস থেকে বেরোন তিনি। সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন।সন্দেশখালির সাধারণ মা - বোনেদের মুখ এবার রেখা পাত্র। তিনি শুধু একা নন। এবার সন্দেশখালির মহিলারাও নিজের পছন্দ মতো ভোট দেবেন। দাবি রেখার। তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের এলাকা ছিল সন্দেশখালি। সব কিছু তার কথাতেই চলত। এই কথা উঠে আসছে। এখন সেই শেখ শাহজাহান জেল হাজতে রয়েছেন। এলাকার ভোট এবার সাধারণ মানুষ দিতে পারবে। এমনই মনে করছেন সাধারণ মানুষও।

রেখা পাত্র সন্দেশখালিতে দীর্ঘ সময় প্রচার করেছেন। এবার তিনি বসিরহাট কেন্দ্রে জিতবেন। একশো শতাংশ তিনি আশাবাদী। সন্দেশখালি এলাকাতেই তিনি ভোট দেবেন। এদিকে ভোটের আগের রাত থেকেই সন্দেশখালির বিস্তীর্ণ এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৪৯ সংখ্যা ০২ জুন, ২০২৪ রবিবার ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফায় বাংলায় ঝরল রক্ত

ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, দমদমের নিউ ব্যারাকপুরের বিভিন্ন বুথে এই ঘটনা ঘটেছে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের কয়েকশো বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে গেরুয়া শিবির।শুভেন্দুর কথায়, এবার ভোট হয়েছে বিজেপির সঙ্গে মমতা পুলিশের। যেভাবে পুলিশ কাল থেকে ভূমিকা পালন করেছে তাতে নিন্দার ভাষা নেই। আমাদের রাজ্যে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে থাকেন। কিন্তু এবার হিন্দুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, এমনকী দমদম কেন্দ্রেও। ফলতায় ২৬০টির মধ্যে ২৩০টি বুথে ভোট লুঠ হয়েছে জাহাঙ্গির খানের নেতৃত্বে।

রাজ্য পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মিসগাইড করেছে বলেও অভিযোগ শুভেন্দুর। পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে অসহযোগিতা করায় সারাদিন ধরে হিংসা চলেছে। এবারের ভোটে তৃণমূলের কোনও ভূমিকা ছিল না। তাদের হয়ে ভোট করিয়েছে পুলিশ। তা সত্ত্বেও মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। ফলে বিজেপির আসন বাড়বে।এরই মধ্যে বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষায় বাংলায় বিজেপির আসন বৃদ্ধির আভাস মিলেছে। শুভেন্দু এদিন বলেন, আমি বিশেষজ্ঞ নই। মাটিতে থেকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দলের কাজ করি। সারা দেশে বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন এনডিএ চারশোর বেশি আসন পাবে, ২-৫টি এদিক-ওদিক হতে পারে। চারশোর আশাপাশেই থাকবে।

শুভেন্দুর আরও দাবি, বাংলায় ২০১৯ সালের তুলনায় বেশি আসন পাবে বিজেপি। এমনকী তৃণমূলের তুলনায় আসন সংখ্যার তুলনায় এগিয়ে থাকবে। তবে আজ প্রচুর হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির বহু কর্মী গুরুতর আহত। সন্দেশখালিতে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের গুলিতে একজন মারা গিয়েছেন বলে শুনছি। গুলিবিদ্ধ অনেককেই কলকাতায় আনা হচ্ছে।

শুভেন্দু জানান, বিজেপি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বুথগুলিতে পুনরায় নির্বাচনের দাবি জানাবে। অনেক জায়গায় ভোটদানের সময় পার হওয়ার আগেই ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা বন্ধ করা হয়েছে, লোডশেডিং করানো হয়েছে। সেগুলি আমরা স্ক্রুটিনির সময় তুলে ধরব।

বাম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর কন্যা রোশেনারাকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শনিবার রাজ্যে সপ্তম তথা শেষ দফার ভোট । উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা, ডায়মন্ড হারবার সহ বাংলার মোট ৯টি কেন্দ্রে নির্বাচন হচ্ছে আজ। সকাল থেকেই নানান কেন্দ্র থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর সামনে আসছে। এর মধ্যে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বালিগঞ্জের একটি বুথে বাম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর কন্যা রোশেনারাকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল।

সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে উত্তর কলকাতা কেন্দ্রও। এবার এই আসনে মুখোমুখি হয়েছেন তৃণমূলের হেভিওয়েট সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপির তাপস রায়। সুদীপকে হারাতে তৃণমূলত্যাগী তাপসই গেরুয়া শিবিরের ভরসা। এদিন সকাল থেকেই ছুটে বেড়াচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী। কাশীপুরে BJP এজেন্টকে বসতে না দেওয়ার অভিযোগ উঠতেই সেখানে ছুটে যান তাপস। তাঁকে ঘিরে উত্তেজনা, ধাক্কাধাক্কি হয়।বালিগঞ্জের আইস স্কেটিং রিং-য়ে ২১৮ নং বুথ থেকে বাম নেতার মেয়েকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। পোলিং এজেন্ট ছিলেন সূর্যকান্ত কন্যা । বাম প্রার্থীর সামনেই রোশেনারাকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। এদিকে তৃণমূল এজেন্টদের পাল্টা দাবি, মত্ত অবস্থায় বুথে বসে ছিলেন রোশেনারা। সব মিলিয়ে, উত্তপ্ত হয়ে উঠে ওই বুথের পরিস্থিতি।

এদিকে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে আবার BJP প্রার্থী অভিজিৎ দাস ববিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের কর্মীদের। ফলতার দিঘির পাড় বাজারে বিক্ষোভ দেখান তারা। ১০০ দিনের কাজের টাকা কোথায়? এই প্রশ্ন করতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের।

ভোটের দিন আবার রক্তারক্তি কাণ্ড বারাসাতে। কদম্বগাছিতে বিজেপি-র বুথ সভাপতির মেয়ের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বারাসাতের কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়ড়া শিবতোলা অঞ্চলে ঘটনাটি ঘটেছে বলে খবর। আক্রান্ত নাবালিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অপূর্ব সুন্দরী সেই মেয়েটি জয়দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন,'ও বাছা, এত নৌকা ভরে কী নিয়ে চলেছো গো?' পুত্রশোকে জয়দত্তের মন ভারাক্রান্ত ছিল। তাই তিনি রাগত স্বরে মেয়েটিকে বললেন, 'ছাই আছে'। সে কথা শুনে মেয়েটি 'আচ্ছা' বলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জয়দত্ত দেখলেন তাঁর নৌকার সব বাণিজ্যসামগ্রী, অর্থ ছাইতে পরিণত হয়েছে। পরদিন সকালে মাঝিরা রান্নায় বসল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মহামারী সাক্ষী বহন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

মারা গিয়েছিল যে, শ্মশানে দাহ করার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। গঙ্গার পাড়ে আধ মাইল জুড়ে মড়ার খাটগুলো রাখা ছিল।এই মড়কের মধ্যেও কলকাতায় যুদ্ধজয়ের উৎসব করেছিল সাহেবরা। শ্যামবাজারে পোড়ানো হয়েছিল লক্ষ টাকার আতসবাজি। তার রোশনাইয়ে আলোকিত হয়ে উঠেছিল রাতের আকাশ।আজ তার থেকেও ভয়ংকর মহামারীর সম্মুখীন হয়েছে কি আমরা। আমরা আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে উঠছে।প্রকৃতির সৃষ্টি এই মহামারী আর প্রকৃতির একে বিনাশ করবেই কয়েক মাসের মধ্যেই করোনা নামক ভাইরাস। কলকাতার ইতিহাসের মহামারীর সাক্ষী বহন করেছে ।ঝিনঝিনিয়া রোগ।এই রোগটারও বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন অতুল সুর। কলকাতার লোকে বলত ঝিনঝিনিয়া রোগ। ডাক্তারি পরিভাষায় তার নাম কী জানা নেই। ১৯৩৪ সালে ভয়াল ভূকম্পে ধ্বংস হয়েছিল

না। কেউ হয়তো রাস্তায় বেরিয়েছে, বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলে সবাই চিন্তায় আকুল হত। শেষে সবাই হাতে একরকম পিতলের চাকতি বেঁধে রাস্তায় বেরোন অভ্যাস করল। তাতে নাম ও বাড়ির ঠিকানা লেখা থাকত। কেউ যদি পথে মারা যায়, রাস্তার লোক ওই দেখে তার বাড়িতে খবর দিত। তৎকালীন যুগে সাদাসিধে মানুষের মধ্যে সরলীকরণ ছিল অনেকটাই। আর সেই সুযোগ নিয়ে অসৎ ভাবে গুজব রটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তি ফেলে দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। আজও তেমনি গুজব রটে চলেছে করোনাভাইরাস কে নিয়ে।স্বামী

ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা। সেই মহিলা একখানি ঠিকে গাড়ি ভাড়া করে তিনি চললেন কলকাতায়। গঙ্গার ওপরে কাঠের পুল বেরিয়ে গাড়ি যখন হ্যারিসন রোডে, কোচোয়ান জানতে চাইল, কোথায় যাবেন মা? মহিলা গাড়ির ভেতর থেকে জবাব দিলেন, আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি প্লেগদেবী। কোচোয়ান আঁতকে উঠে পিছন ফিরে দেখে, গাড়িতে কেউ নেই।উনিশ শতকের শেষভাগে প্লেগ নিয়ে এই গল্পটা ছড়িয়েছিল। তার কথা শুনিয়েছেন প্রেমাংকুর আতর্থী। তাঁর 'মহাস্থবির জাতক' বইতে আছে। কলকাতায় প্লেগ মহামারীর সময় প্রেমাংকুর

সাহেব। অনেকে তাঁকে মারবে বলে সুযোগ খুঁজতে লাগল।সেই আমলে সমাজে সর্বক্ষেত্রে ব্রাহ্মরা ছিলেন অগ্রণী। সাধারণ লোক যখন টিকে নেবে না বলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তাঁরা স্বেচ্ছায় গেলেন টিকে নিতে। প্রেমাংকুরও ছিলেন ব্রাহ্ম ঘরের সন্তান। কুক সাহেব তাঁকে টিকে দিয়েছিলেন। তারপরে প্রবল জ্বর এসেছিল। ২৪ ঘণ্টা ছিলেন অচেতন।১৮৯৮ সালের প্লেগ সম্পর্কে সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় যে বিবরণ পাওয়া যায়, সে খুব সাংঘাতিক। সেখানে আছে, 'প্লেগের কথা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভোটের স্মৃতি উস্কে রণক্ষেত্র ভাঙড়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভোটের স্মৃতি উস্কে রণক্ষেত্র ভাঙড়। বহু জায়গায় বোমাবাজি, সংঘর্ষ। পুলিসের লাঠিচার্জ। পালাতে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ। রাস্তায় পড়ে তাজা বোমা। ঝরল রক্তও। তৃণমূল-আইএসএফ চাপানউতোর। সাঁতুলিয়ায় রাতভর উত্তেজনা, সংঘর্ষ, বোমাবাজি। সকালে উদ্ধার বেশ কিছু তাজা বোমা। আহত উভয় পক্ষের একাধিক।তৃণমূলের যাদবপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সায়নী ঘোষ ভোটের দিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে জানালেন, মূল নজর থাকবে ভাঙড়ের দিকে। আইএসএফ হল ইন্ডিয়ান সন্ত্রাসবাদী ফ্রন্ট। ওদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে বুঝে ওরা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। অভিযোগ সায়নীর। শনিবার সকালেই ভাঙড়ের অশান্তি নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারের 'অ্যাকশনন টেকেন রিপোর্ট' চায় কমিশন। ভোট গ্রহণে ও ভোটারদের ভোট দিতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন তিনি।ভাঙড়ে ভোট সংঘর্ষের মধ্যে শিশু-কিশোররাও। পুলিসের লাঠিচার্জ থেকে বাঁচতে পুকুরে ঝাঁপ। বিদ্যুতের খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঁচার চেষ্টা শিশুর। ভোটের আগেই তপ্ত ভাঙড়। রানিগাছিতে আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষ। আইএসএফ এজেন্টকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। প্রার্থী নুর আলম খান ঘটনাস্থলে গেলে তাঁর গাড়িতেও ভাঙচুর। রাতভর বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজি।

ভাঙড়ের নলমুড়িতে আইএসএফ-তৃণমূল খণ্ডযুদ্ধ। ঘটনায় দুপক্ষের আহত বেশ কয়েজন। মাথা ফেটেছে একাধিক জনের। ঘটনাস্থলে ভাঙড় থানার পুলিস পৌঁছালে পুলিসকে ধরেও বিক্ষোভ দেখান আইএসএফ সমর্থকরা। ঘটনাস্থলে জয়েন্ট সিপি শুভঙ্কর সিনহা। ভোটের শুরুতে বুথ এজেন্ট বসানো নিয়ে বচসা। তারপর ঝামেলা ও মারধর । ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের আহত ৭। যারা নলমুড়ি হসপিটালে চিকিৎসাধীন। অপরদিকে আইএসএফ নেতা রাহুল মোল্লা সহ বেশ কয়েকজন আহত।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছেও এটা চ্যালেঞ্জ ছিল, যাতে শীতলকুচির মতো কোনও ঘটনা না ঘটে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অবশেষে বাংলার বুকে সাঙ্গ হল অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের যুদ্ধ। চলতি বছরের ১৬ মার্চ দেশের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই থেকেই রাজ্য তথা দেশে ভোট যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল সরকারি ভাবে। এরপর ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে ভোটগ্রহণের পালা।একুশের বিধানসভা নির্বাচনে শীতলকুচির ঘটনায় যতনা রাজনৈতিক ভাবে আলোড়ন পড়েছিল, তার থেকেও বেশি আমজনতা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় থেকেই বার বার কেন্দ্রের শাসক দলের বিরুদ্ধফহে অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কদর্য ভাবে ব্যবহার করার। শুধু তাই নয়, শীতলকুচির ঘটনা কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরপেক্ষতাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল। এবারে বাংলার মানুষ কিন্তু আর কোনও শীতলকুচি চায়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছেও এটা চ্যালেঞ্জ ছিল, যাতে শীতলকুচির মতো কোনও ঘটনা না ঘটে। যদিও তাঁদের একাধিক বার এই নির্বাচনেও প্রোরোচিত করা হয়েছিল কেন্দ্রের শাসক দলের মারফত, শীতলকুচির মতো ঘটনা ঘটাতে। যদিও সেই রকম কিছু ঘটেনি। তবে একুশের মতো এবারের নির্বাচনেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করার, বুথে যেতে বাধা দেওয়ার এবং বুথের লাইনে থাকা ভোটারদের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বপক্ষে ভোটদানের জন্য প্রভাবিত করার। তবে এটা ঘটনা যে, এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলার শাসক দলের তরফে খুব বেশি অভিযোগ জমা পড়েনি, কিন্তু কেন্দ্রের শাসক দল তাঁদের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ নির্বাচব কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে।সেই হিসাবে প্রায় আড়াই মাস বাদে এদিন ভোট যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। যফিও এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণার কাজ। তবে এই সুদীর্ঘকালের ভোট যুদ্ধে বাংলার মানুষ সব থেকে বেশি আশঙ্কিত ছিলেন গত বছরে বাংলার বুকে হয়ে যাওয়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে ঘটে যাওয়া হিংসাত্মক ঘটনা ও একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে ঘটে যাওয়া শীতলকুচি হত্যাকাণ্ডের জন্য। দুই নির্বাচনের ক্ষেত্রেই জীবনহানির ঘটনা ঘটেছিল। তাই এবারে প্রথম থেকেই বাংলার মানুষ চাইছিলেন এবারের লোকসভা নির্বাচন যেন রক্তাক্ষয়ী না হয়ে ওঠে। কোনও মায়ের কোল যেন খালি না হয়। কোনও মেয়ের সিঁথির সিঁদুর যেন মুছে না যায়। সেই হিসাবে দেখা গেল, এবারের নির্বাচন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধরে রাখতে পেরেছে। বাংলার বুকে এদিন সপ্তম দফার ভোটগ্রহণের(৭ঃয চযধংব চড়ষষরহম) মাধ্যমে সাঙ্গ হল অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন, আর তা কোনও জীবনহানি ছাড়াই।

সিনেমার খবর

কত দাম উঠল দীপিকার মাতৃত্বকালীন সেই পোশাকের?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি নিজের ব্যান্ডের একটি অনুষ্ঠানে হলুদ রঙের গাউন পরতে দেখা গিয়েছিল বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনকে। ভোটদানের দিন তার স্ফীতোদর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন নেটিজেনদের একাংশ। আর তার পরেই হলুদ রঙের এই গাউন পরে প্রকাশ্যে আসেন তিনি। সেখানে স্পষ্ট হয় অন্তঃসত্ত্বা দীপিকার স্ফীতোদর। কিন্তু, এখন চর্চায় দীপিকার এই হলুদ গাউন।

দীপিকা নিজেই সেই হলুদ গাউনের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন। সঙ্গে জানান, এই পোশাক তিনি বিক্রি করছেন। তিনি এই পোস্টে লেখেন, “একদম নতুন! কে পোশাকটি পেতে চলেছেন?”

সেই পোস্টেই দীপিকা জানান, এই পোশাক বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা চলে যাবে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তহবিলে।

দীপিকার পরা পোশাক বিক্রি হতে যে বেশি সময় লাগবে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই কয়েক মিনিটের মধ্যেই দীপিকা জানান, পোশাকটি ইতোমধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। পোশাকশিল্পীদের ডিজাইন করা এই পোশাক বিক্রি হয়েছে ৩২ হাজার রুপিতে। দীপিকার টিম-এর পক্ষ থেকেই সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়, মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে ৩২ হাজার রুপিতে বিক্রি হয়েছে এই পোশাক।

উল্লেখ্য, মুম্বাইয়ে ভোট দিতে যাওয়ার সময় থেকে ট্রোলিংয়ের শিকার হন দীপিকা। নেটাগরিকের একাংশ প্রশ্ন তোলেন, অভিনেত্রীর স্ফীতোদর আসল কি না। কিন্তু বরাবরের মতো সৌজন্যের সঙ্গে তাদের জবাব দেন অভিনেত্রী। হলুদ গাউনে স্পষ্ট স্ফীতোদর দেখে চুপ হয়ে যান সেই নেটাগরিকেরা। দীপিকার স্বামী তথা অভিনেতা রণবীর সিংও স্ত্রীর প্রশংসা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন।

বিচ্ছেদের দশ বছর, বিশেষ কারণে এক হলেন হৃতিক-সুজান!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভালোবেসে ঘর বেধেছিলেন বলিউড সুপারস্টার হৃতিক রোশন ও সুজান খান। বিয়ের ১৪ বছর পর ভেঙে যায় তাদের সংসার। এরপর কেটে গেছে দশ বছর। বিবাহবিচ্ছেদ হলেও তাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। তবে একটি বিশেষ কারণে আবার একসঙ্গে দেখা গেল সাবেক দম্পতিকে।

সম্প্রতি বড় ছেলে হৃহান রোশনের জীবনে শুরু হল নতুন অধ্যায়। সেই কারণেই নাকি পুনরায় সাক্ষাৎ সাবেক দম্পতির। স্কুলজীবন শেষ হল হৃতিক পুত্র হৃহানের। আর সেই উপলক্ষেই ছিল সহপাঠীদের সঙ্গে বিশেষ অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদের বাবা-মায়েরাও। আর তাই পৌঁছে গিয়েছিলেন হৃত্বিক-সুজান। এ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন মুহূর্ত একত্র করে একটি ভিডিও নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেন সুজান।

সেই ভিডিওতে হৃতিক-সুজান ও তাদের দুই ছেলে হৃহান ও হৃদানকে দেখা যাচ্ছে। ভিডিওটি পোস্ট করে সুজান লিখছেন, 'অনেক অভিনন্দন তোমায়। তুমি করুণা ও শক্তির প্রতীক। আমি তোমার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত কিছু শিখি। তোমার মা হিসেবে আমি গর্ব বোধ করি। জীবনের সেরা সময়ের এই তো শুরু হল তোমার।'

সুজানের এ পোস্টে হৃহানকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বর্ষীয়ান পরিচালক তথা হৃতিকের বাবা রাকেশ রোশনও। তিনি লিখছেন, 'অনেক শুভেচ্ছা। এই তো সবে শুরু। এবার আকাশ ছোঁয়ার পালা।'

'ধড়ক'র সিক্যুয়ালে জাহ্নবীর পরিবর্তে তৃপ্তি দিমরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০১৮ সালে বলিউডে মুক্তি পেয়েছিল শ্রীদেবী কন্যা জাহ্নবী কাপুর ও শহীদ কাপুরের ভাই ইশান খাট্টার অভিনীত জনপ্রিয় সিনেমা 'ধড়ক'। যেটি মারাঠি ছবি 'সাইরাত'-এর হিন্দি সংস্করণ ছিল। এবার পর্দায় আসতে চলছে সেই 'ধড়ক' সিনেমার সিক্যুয়াল। 'ধড়ক' যেমন একেবারে এক নতুন জুটি উপহার দিয়েছে দর্শককে ঠিক তেমনই 'ধড়ক ২'র জন্যেও এক নতুন জুটি পরিকল্পনা করেছেন প্রযোজক করণ জোহার। জানা গেছে, 'ধড়ক ২' সিনেমায় প্রথমবারের মত জুটি বাধতে চলেছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং 'অ্যানিমেল' খ্যাত তৃপ্তি দিমরি।

২৭ মে ঘোষণা এসেছে, নবাগত পরিচালক শাজিয়া ইকবালের হাতেই একটি আকর্ষণীয় প্রেমের গল্পকে ঘিরে নির্মিত হবে 'ধড়ক'র সিক্যুয়াল। যেটি চলতি বছরের ২২ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে আশাবাদী এর পরিচালক ও প্রযোজনা সংস্থা।

এর আগে গত বছর প্রথমবারের মত 'ধড়ক' এর সিক্যুয়াল নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন করণ জোহর। মূলত বক্স অফিসে 'ধড়ক'র জনপ্রিয়তাই এর সিক্যুয়াল নির্মাণে আশা জাগিয়েছে করণের মনে। তবে 'ধড়ক'এর মত 'ধড়ক ২'এর গল্পও কি অন্য ভাষার ছবির রিমেক হতে চলেছে নাকি নির্মাতাদের নতুন চিত্রনাট্য দিয়ে নির্মিত হবে! তা এখনও নিশ্চিত করে জানা যায়নি।

মুম্বাইয়ে দুই চ্যাটার্জির হঠাৎ দেখা, যা বললেন প্রসেনজিৎ-শাশ্বত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের একটি ওয়েব সিরিজ নিয়ে আলোচনা চলছে; কারণ এক হিন্দি পরিচালকের এই সিরিজে কলকাতার দুই অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় প্রথমবারের মত একসঙ্গে কাজ করতে চলছেন। সিরিজের কাজ নিয়েই দুজনে আলাদা আলাদভাবে মুম্বাইয়ে গেলেও তাদের দেখা হয়ে গেল হঠাৎ।

শাশ্বতর সঙ্গে তোলা ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে প্রসেনজিৎ লিখেছেন 'দুই চাটুজ্যের দেখা মুম্বইয়ের হোটেলে।'

ওয়েব সিরিজ 'খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার' পরিচালনা করছেন হিন্দি সিনেমার পরিচালক নিরাজ পাণ্ডে। সিরিজের দুই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তিনি বেছেছেন কলকাতা থেকে। শোনা যাচ্ছে, শাশ্বত আর প্রসেনজিতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের আরেক নায়ক জিৎ কাজ করবেন 'খাকি' সিরিজে।

শাশ্বত বলেন, আমি এক দিনের শুটিং করেছি মুম্বাইয়ে। শুটিংয়ের কাজে মুম্বাই গিয়ে তিনি যে হোটেলে ছিলেন, সেখনকার জিমে এসেছিলেন প্রসেনজিৎ। সেখানেই দুজনের দেখা। আমি সুইমিং পুলের ধারে বসেছিলাম। আর বুম্বাদা (প্রসেনজিৎ) এসেছিলেন জিম করতে। দুজনে কফি খেলাম। অনেকক্ষণ গল্প করলাম, কাজ নিয়েও কথা বললাম অল্পবিস্তর।

তবে প্রসেনজিতের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য শাশ্বত ধন্যবাদ জানিয়েছেন ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'কে। কারণ রেমালের প্রভাবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে তার কলকাতায় ফেরার ফ্লাইট বাতিল হয়। তাই শাশ্বতকে মুম্বাইয়ে থেকে যেতে হয়। সেই থেকে যাওয়ার কারণেই দেখা হয়ে যায় কলকাতার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মহাতারকার সঙ্গে।

লম্বা চুক্তিতে

চেলসির কোচ মারেস্কা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বছর বছর কোচ বদল করা চেলসির স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারুণ কাজ করার পরও এক মৌসুম পর ক্লজ শিবিরে ছাড়তে হয়েছে মাউরিসিও পচেত্তিনোর। তার আগে গ্রাহাম পটার মৌসুম পূর্ণ করতে পারেননি। ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ড, অ্যান্তোনিও কন্তেরাও স্থায়ী হতে পারেননি। ওই চেলসি এবার পাঁচ বছরের চুক্তিতে এনজো মারেস্কাকে নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। ক্লাবের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনও। তবে ফুটবলের দলবদল বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক ফ্যাবরিজিও রোমানো জানিয়েছেন, মারেস্কাকে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে চেলসি সমঝোতায় পৌঁছেছে। তার সঙ্গে ২০২৯ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি করেছে চেলসি। সঙ্গে ২০৩০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ এক মৌসুম চুক্তি নবায়নের শর্তও থাকছে। মারেস্কা লেস্টার সিটির কোচ ছিলেন। চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে লেস্টারকে শীর্ষ লিগে ফিরিয়েছেন তিনি। লেস্টারের সঙ্গে মারেস্কা চুক্তিবদ্ধ থাকায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ মিলিয়ন ইউরো খরচ করতে হচ্ছে চেলসির। ফুটবল ক্যারিয়ারে মারেস্কা মিডফিল্ডার ছিলেন। ইতালির বয়সভিত্তিক দলে খেললেও জাতীয় দলে খেলা হয়নি তার। জুভেন্টাস, ফিওরেন্টিনা, সেভিয়ার হয়ে ফুটবল খেলেছেন তিনি। ৪৪ বছর বয়সী কোচ ২০২০ সালে ম্যানসিটির একাডেমির হয়ে কোচিং শুরু করেন। ইতালির ক্লাব পার্মার দায়িত্বে ছিলেন কিছুদিন। ম্যানসিটিতে কাজ করেছেন পেপ গার্দিওলার সহকারী হিসেবে। এরপর লেস্টার সিটিতে কাটিয়েছেন এক মৌসুম।

কর্তুয়াকে বাদ দিয়েই বেলজিয়ামের ইউরো দল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় ইউরোর জন্য দল ঘোষণা করেছে বেলজিয়াম। ওই দলে নেই রিয়াল মাদ্রিদের গোলরক্ষক থিবো কর্তুয়া। এছাড়া এডেন হ্যাজার্ডের ভাই থর্গান হ্যাজার্ড দলে জায়গা পাননি। তবে অভিজ্ঞ কেভিন ডি ব্রুইনি, রোমেলু লুকাকু, টমাস মুনিয়েররা আছেন দলে। মৌসুমের শুরুতে ইনজুরিতে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ ও বেলজিয়ামের দল থেকে বাদ পড়ে যান কর্তুয়া। তবে ইনজুরি কাটিয়ে রিয়ালের শুরুর একাদশে ফিরেছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালেও শুরুর একাদশে দেখা যেতে পারে ৩২ বছর বয়সী কর্তুয়াকে। অথচ বেলজিয়ামের ইতালিয়ান-জার্মান কোচ ডমেনিকো তেডেস্কোর ইউরো দলে নেই তিনি। তার জায়গায় গোলরক্ষক হিসেবে বেলজিয়ামের ইউরো দলে আছেন উলভসবার্গের কোয়েন কাস্তেলস। তারই শুরুর একাদশে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া লুটন সিটির থমাস কামিসকি, নটিংহাম ফরেস্টের মার্টজ সেলস আছেন দলে। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষ হতে পারে কর্তুয়ার। ডি ব্রুইনি, ইয়ানিক কারাসকো, ইয়োরি তালিম্যানসদের নিয়ে মাঝমাঠ শক্তিশালী বেলজিয়ামের। ফরোয়ার্ড লাইনে লুকাকুর সঙ্গে ম্যানসিটির জেরোমি ডকু, আর্সেনালের লিয়ান্দ্রো ত্রোজার্ডরা ভরসা দেওয়ার মতো। কাতার বিশ্বকাপের মতো ইউরোয় বেলজিয়াম দলের ওপর প্রত্যাশার চাপ নেই অতটা।

বেলজিয়ামের ইউরো দল: গোলরক্ষক: কোয়েন কেস্তেলাস (উলভস), থমাস কিমিনস্কি (লুটন সিটি), মার্টজ সেলস (নটিংহাম)। ডিফেন্ডার: তিমোঠি কাস্তাগনে (ফুলহাম), জেনো ডিবাস্ট (আন্ডারলেখট), মাক্সিন ডি কাইপার (ক্লাব ব্রুগ), ওট ফায়েস (লেস্টারসিটি), থমাস মুনিয়ের (ট্রাবজনসপার), আর্থুর থিয়েটি (রেঁনেস), জ্যান ভারটোগহেন (আন্ডারলেখট)। মিডফিল্ডার: ইয়ানিক কারাসকো (আল শাদাব), কেভিন ডি ব্রুইনি (ম্যানসিটি), অরিল মাঙ্গালা (লিঁও), আমাদ ওনানা (এভারটন), ইয়োরি তালিম্যানস (অ্যাস্টন ভিলা), আর্থুর ভারমিরান (অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ), আস্টার ভ্রানসেক, এক্সেল উইটসেল (অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ)। ফরোয়ার্ড: জোহান বাকায়োকো (পিএসভি), কার্লেস ডি কেটেলারি (আটালান্টা), জেরেমি ডকু (ম্যানসিটি), রোমেলু লুকাকু (রোমা), দদি লুকেবাকিও (সেভিয়া), লইস ওপেনদা (আরবি লাইপজিগ), লিয়ান্দ্রো ত্রোজার্ড (আর্সেনাল)।

ফুটবল ছাড়লেন সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত

আর্জেন্টিনার মেয়েরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসি-ডি মারিয়ারা ফুটবলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। অথচ ওই দেশের তিন নারী ফুটবলার ম্যাচের আগে সুযোগ-সুবিধা-ভাতা বঞ্চিতের পাশাপাশি অপদস্ত হওয়ার অভিযোগ তুলে দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তারা হলেন- গোলরক্ষক লউরিন অলিভেরোস, ডিফেন্ডার জুলিয়েটা ক্রুজ ও মিডফিল্ডার লরিনা বেনিতেজ। কোস্তারিকার বিপক্ষে আর্জেন্টিনা নারী ফুটবল দল দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। ওই ম্যাচের আগে দল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তারা। ওই ফুটবলারদের দাবি আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন তাদের প্রতি শুধু অবিচার করছে না অপদস্তও করছে। তাদের ঠিক মতো অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা মিলছে না। খাবার অ্যাথলেটস সুলভ না, ম্যাচ ফি নিয়ে নানা বৈষম্য আছে। এর সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা খেলা দেখতে চাইলে উচ্চমূল্যে টিকিট কাটতে হবে। ডিফেন্ডার ক্রুজ বিষয়টি নিয়ে লিখেছেন, 'আমাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে, কথার মূল্যায়ন তো করা হয়ই না বরং পরিস্থিতি দিনদিন খারাপ হচ্ছে, অপদস্ত হতে হচ্ছে। আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের উন্নতি দরকার। আমরা শুধু আর্থিক বিষয় নিয়ে কথা বলছি না। আমাদের অনুশীলন, নাস্তা, খাবার কোন কিছুই ভালো নয়।'

গোলরক্ষক অলিভেরোস লিখেছেন, 'আমাদের হৃদয় ভেঙেছে, তিল তিল করে কত স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। পরের প্রজন্ম যেন আনন্দের সঙ্গে ফুটবল খেলতে পারে, আনন্দের সঙ্গে বল পায়ে দৌড়াতে পারে সেই প্রার্থনা করি। কিছুদিন আগেও যেমনটা আমরা পারতাম।'

ইএসপিএন জানিয়েছে, অনুশীলন ক্যাম্পে আর্জেন্টিনার নারী ফুটবলাররা নাস্তায় কেবল একটি স্যান্টউইচ এবং কলা দেওয়া হচ্ছে। বুয়েন্স এইরেসে ম্যাচ হওয়ায় আর্জেন্টিনা অ্যাসোসিয়েশন খেলোয়াড়দের ভাতা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার ওপর পরিবারের জন্য টিকিট নিলে দিতে হবে ৫ হাজার আর্জেন্টাইন মুদ্রা। এর আগেও সুবিধা বঞ্চিত হয়ে ফুটবল ছেড়েছেন আর্জেন্টিনার নারী ফুটবলার।

মরগানের ফেভারিট ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কদিন পরেই শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জমজমাট আসর। ২০১০ সালের পর আরও একবার ক্রিকেটের বৈশ্বিক আসর ফিরেছে ক্যারিবিয়ান দ্বীপে। সঙ্গে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৪ বছর আগে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত ছিল ছন্নছাড়া। কিন্তু এবার তারা যাচ্ছে টুর্নামেন্টের অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে। ইংল্যান্ডের হয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী সাবেক অধিনায়ক ইয়ন মরগান মনে করেন, এবারের ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে শক্তিশালী স্কোয়াড ভারতের। ১১ বছর ধরে বৈশ্বিক আসরে সফলতা না পেলেও ভারতের ফেবারিট হওয়ার অন্যতম কারণ তাদের স্কোয়াডের গভীরতা। টি-টোয়েন্টির প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন দেশটিকে নিয়ে মরগান বলেন, 'ইনজুরি সমস্যা থাকার পরেও নিঃসন্দেহে এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল ভারত। কাগজে-কলমে শক্তিমত্তার বিচারে তারা এবার অপ্রতিরোধ্য। তারা নিজেদের সামর্থ্য অনুয়ায়ী খেলতে পারলে যে কোনো দলকে হারানো সম্ভব।'

এবারের বিশ্বকাপে ভারত আছে 'এ' গ্রুপে। ৫ জুন নিউইয়র্কে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। ৯ তারিখ আসরের সবচেয়ে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে তারা। দলের বেশিরভাগ সদস্য এই মুহূর্তে আছেন যুক্তরাষ্ট্রেই। মূল বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে তারা।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ

হতে চান মোদি-অমিত শাহ!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হতে চেয়েছেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ! আবেদন করেছেন শচীন টেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিংহ ধোনিও! তিন হাজারের উপর আবেদন জমা পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে। তারা সবাই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের কোচ হতে চান!

ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য একের পর এক ভুয়া আবেদন জমা পড়ছে। সেখানে মোদী, শচীন, ধোনির নাম করেও ভুয়া আবেদন করা হয়েছে। সেই সব ভুয়া আবেদন পত্রের মধ্যে থেকে আসল খুঁজে নেওয়াই মুশকিল হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তা বলেন, 'আগের এমনটা হয়েছিল। বোর্ডের কাছে প্রচুর ভুয়া আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। এই বছরও তাই হয়েছে। বোর্ড যেহেতু গুগল ফর্মে আবেদন নেয়, তাই খুব সহজেই সাধারণ মানুষ নাম দিতে পারে।'

২৭ মে পর্যন্ত আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল। বিশাল সংখ্যক আবেদন জমা পড়লেও ভারতের কোচ করার মতো কোনও নাম এখনও পাওয়া যায়নি বলেই শোনা যাচ্ছে।

রাহুল দ্রাবিড় কোচ থাকবেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত। তারপর শ্রীলঙ্কা এবং জিম্বাবুয়ে সিরিজে সিনিয়রদের বিশ্রাম দেওয়া হবে। সেখানে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচেরা যাবেন দলের সঙ্গে।

বোর্ড এখনও জানায়নি কে কে কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছে। তবে গৌতম গম্ভীর কোচ হতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। ভিভিএস লক্ষ্মণকে কোচ করার চেষ্টায় ছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু তিনি সেই দায়িত্ব নিতে চাননি বলেও শোনা যায়। তবে বোর্ড সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন যে, অস্ট্রেলিয়ার কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটারকে কোচ হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়নি।

কোপায় চির প্রতিদ্বন্দ্বি আর্জেন্টিনাকেই

ফেবারিট ভাবছেন এনড্রিক

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : পেলে থেকে রোনালদিনহো, রোনালদো থেকে নেইমার- ব্রাজিল ফুটবলে সময় ও কালভেদে বদলেছে তারকা ফুটবলারের মুখ। আর সেই তালিকার বর্তমান নতুন সংযোজন তরুণ এনিড্রিক ফিলিপে মোরেইরা ডি সউজা। তাকেই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের ভবিষ্যৎ তারকা ভাবা হচ্ছে।

আগামী ২১ জুন থেকে মাঠে গড়াবে কোপা আমেরিকার লড়াই। যেখানে ব্রাজিলের তরুণ প্রতিভা এনড্রিক দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তবে ব্রাজিলিয়ান হলেও তিনি সেলেসাওদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা দলের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরই ফেভারিট বলে মানছেন।

সম্প্রতি আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম দারিও ওলেতে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এনড্রিক। সেখানে তিনি বলেন, আলবিসেলেস্তে শিবিরে সবসময়ই তারকা ছিল এবং তাদের কেউই একাই চ্যাম্পিয়ন হয়নি।

তিনি জানান, আর্জেন্টিনা দল মেসিকে ছাড়াও যে কোনো প্রতিযোগিতায় ফেভারিটই থাকবে এবং তাদের হারানো সবসময় কঠিন হবে।

এদিকে ১৭ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান সামনের জুলাইয়ে তার বয়স ১৮ বছরে পা রাখবে। এর পরেই স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিবেন তিনি।

রিয়াল মাদ্রিদে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এনড্রিক বলেন, 'এই ক্লাবে খেলা তার আজীবন স্বপ্ন ছিল। তিনি ভিডিও গেম খেলার সময় থেকেই একজন ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং সবসময় মাদ্রিদের হয়ে খেলার কথা কল্পনা করতেন।'

ওয়েস্টহ্যামে ব্রাজিলের

ডিফেন্ডার ব্রুনো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ফ্লামেঙ্গোর ২৮ বছর বয়সী দীর্ঘদেহী সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার ফ্যাবরিকো ব্রুনোকে খেলান কোচ ডরিভাল জুনিয়র। ব্রাজিলের সেনট্রাল ডিফেন্ডাররা ইনজুরিতে থাকায় সুযোগ পান তিনি। জাত চেনাতে ওই দুই ম্যাচই তার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। জাতীয় দলের হয়ে ওই পারফরম্যান্সের পরই ইউরোপের শীর্ষ লিগে দল পেলেন ব্রুনো। তাকে ১২ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে দলে ভিড়িয়েছে ওয়েস্টহ্যাম। দলটির কোচ হওয়ার পর হুলেন লোপেতেগির প্রথম সাইনিং এই ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার।

এছাড়া চুক্তিতে ১.২ মিলিয়ন ইউরোর এড অঙ্গের শর্ত আছে। ব্রুনোর উচ্চতা ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি। ২০১৬ সালে ক্রুজেইরোর সঙ্গে চুক্তি হয় তার। ধারে দুই বছর খেলেছেন কোপেনহেগেনে। এরপর রেড ব্রাগানটিনোয় ছিলেন দুই মৌসুম। তবে ফ্লামেঙ্গোয় কাটানো দুই মৌসুমই তার ক্যারিয়ারের সেরা।

রেকর্ডের পিছনে দৌড়াই না,

রেকর্ডই আমার পিছনে দৌড়ায় : রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আল নাসরের হয়ে মৌসুমের শেষ ম্যাচে ৩৪ ও ৩৫তম গোল করে সৌদি পেশাদার লিগে সর্বোচ্চ গোলের নতুন রেকর্ড গড়েছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। নতুন এই রেকর্ডের পর ৩৯ বছর বয়সী পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ড ফেসবুকে লিখেছেন, 'আমি রেকর্ডের পিছনে দৌড়াই না, রেকর্ডই আমার পিছনে দৌড়ায়।'

রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক এই তারকা আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে প্রথমার্ধের স্টপেজ টাইমে প্রথম গোল করার পর ৬৯ মিনিটে হেডের সাহায্যে দ্বিতীয় গোল করেন। রোনালদোর জোড়া গোলে আল নাসর ঘরের মাঠে ৪-২ গোলে জয়ী হয়েছে। এর আগে ২০১৮-১৯ মৌসুমে এই আল নাসরের হয়ে সাবেক মরোক্কান স্ট্রাইকার আবদেরাজাক হামদাল্লাহ ৩৪ গোল করে রেকর্ডটি ধরে রেখেছিলেন। আল নাসর ইতোমধ্যেই লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থেকে লিগ শেষ করা নিশ্চিত করেছিল। চ্যাম্পিয়ন আল হিলালের থেকে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান ১৪। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে রিয়াদ ভিত্তিক ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন রোনালদো। এর মাধ্যমে সৌদি পেশাদার লিগে ইউরোপীয়ান ফুটবলের অন্য তারকাদের দরজা উন্মুক্ত হয়। ২০১৬ ইউরো বিজয়ী পর্তুগালকে নেতৃত্ব দেওয়া রোনালদো আগামী মাসে জার্মানিতে অনুষ্ঠিতব্য ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশীপের জন্য জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। এটি তার ক্যারিয়ারের ১১তম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। পুরুষ ফুটবলে সর্বোচ্চ ২০৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও সর্বোচ্চ ১২৮ গোলের রেকর্ডও গড়েছেন রোনালদো।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR